সংবাদ

তারিখ ১৬ JAN 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

পাঁচ বছরে ৬ শিক্ষার্থী নিহত : তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না

পলাশ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ কিংবা দলীয় কোন্দলের জের ধরে বিগত পাঁচ বছরে ৬ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র নিহতের ঘটনা ঘটলেই কর্তৃপক্ষ 'দায়সারাভাবে' তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না! এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একটিরও বিচার হয়নি।

গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ্ আমানত হলে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে ৩ই হল শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক ও মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী মামুন হোসাইন নিহত হন। এ ঘটনায় ওই রাতেই চবি উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আরিফের সভাপতিত্বে এক জরুরি সভায় বন ও পরিবেশ বিদ্যা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. মো. মহিউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবির কিংবা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কলহের জের ধরে ৬ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে 'থোড়াই কেয়ার' করে বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অসামর্থ্য, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন সংবাদকে বলেন, অনির্বাচিতদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চায়না বিধায়, এই হত্যাকাণ্ডগুলোর একটিরও বিচার হয়নি। এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তির পেছনে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদের অযোগ্যতাকে দায়ী করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবির ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেদন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রতিবেদন : মুখ দেখে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ঘটনায় মাসুদ বিন হাবিব ও মোজাহিদুল ইসলাম নামের দুই শিবির কর্মী নিহত হন। এর আগে ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতের ট্রেনে শহর থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন মাসুম। একই বছরের ২৯ মার্চ জবাই করে হত্যা করা হয় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী হারুন-অর-রশিদকে। এ ঘটনার ১৭ দিন পর ১৬ এপ্রিল অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আসাদুজ্জামান। সর্বশেষ গত রোববার শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে নিহত হন শিবির নেতা মামুন হোসাইন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহিউদ্দিন মাসুম খুন হওয়ার পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাজতত্ত্ব বিভাগের ড. এ এফ ইমাম আলীকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ২০টি সুপারিশ জমা দেয়। হারুন-অর-রশিদ খুন হওয়ার পর বন ও পরিবেশ বিদ্যা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড. মো. মহিবুদ্দিনকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ৭৫ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়, এবং ১০টি সুপারিশ করে। আসাদুজ্জামান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বন ও পরিবেশ বিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আল-আমীনকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এর আগে ২০১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় পরদিন তৎকালীন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মুরুল আনোয়ারকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশ কার্যকর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বন ও পরিবেশবিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আল-আমীন সংবাদকে বলেন, অপরাধীদের চিহ্নিত করে কিংবা এ ধরনের ঘটনা রোধে তদন্ত প্রতিবেদনে যে সুপারিশ করা হয়, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনোই বাস্তবায়ন করে না। এ কারণেই ছাত্র হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা গেলে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা সম্ভব হতো উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে এ পর্যন্ত কোন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আলোচনা হয়নি। এর পেছনে রাজনৈতিক পক্ষপাতকে দায়ী করেন তিনি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম জানিয়েছেন, শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। অভিযুক্তরা যেকোন ছাত্র সংগঠনের হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।